দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ২২ DEC 19[illegible]
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নানা সমস্যা ঃ শিক্ষা ব্যাহত

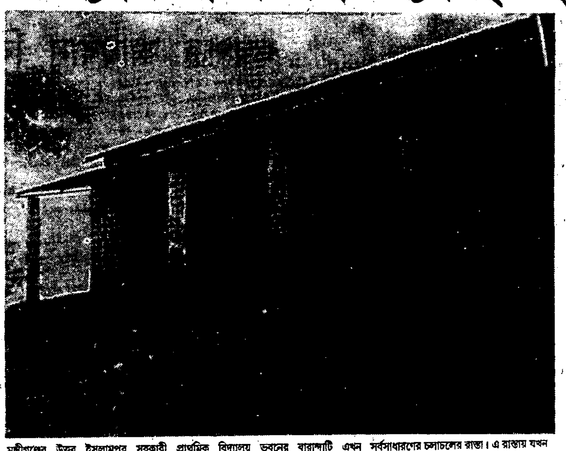

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

কোন ব্যক্তি যদি প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন, অর্থাৎ ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মোটামুটি শিক্ষা পেয়ে থাকেন তিনি সাধারণ কাগজপত্র, চিঠি, পত্র-পত্রিকা পড়ে বুঝতে পারবেন। কিছু লিখতে পারবেন। আদমশুমারীর সময় এই ধরনের নারী-পুরুষকে শিক্ষিত হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে এই শ্রেণীর নারী-পুরুষের সংখ্যা বা যারা দু-এক শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে স্কুলে যেতে পারেননি, তাদের সংখ্যা শতকরা পঁচিশ ভাগের বেশী নয়। অবশিষ্ট শতকরা ৭৫ ভাগ নারী-পুরুষ, যুবক-শিশু নিরক্ষর। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এই সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণসহ বহুবিধ কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সার্বিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এই নিবন্ধে দেশের কয়েকটি স্থানের সামান্য কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুরবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। ৬৮ হাজার গ্রাম ঘুরে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থা অনুসন্ধান করলে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যেতে পারে।

মাদারীপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, মাদারীপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ বিরাঙ্গল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন যে কোন সময় ধসে যেতে পারে। বিদ্যালয়ের একতলা ভবনটি বৃটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সংস্কার করা হয়নি। ছাদের প্লাস্টার খসে পড়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই ঝরঝরিয়ে পানি পড়ে। যে কোন সময় ধসে পড়ার আশঙ্কায় ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরে বসে লেখাপড়া করে।

রাজবাড়ী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, রাজবাড়ী সদর, পাংশা, গোয়ালন্দ ও বালিয়াকান্দি উপজেলায় ২৭৫টি সরকারী ও ৫০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশেই আসবাবপত্র ও শিক্ষকের অভাবে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। সদর উপজেলার ভাওারিয়া বাজার স্কুলটির দীর্ঘ ১৮ বছরেও কোন উন্নতি হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে বসে ক্লাস করছে।

সিরাজগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, প্রায় চব্বিশ মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বেলকুচি উপজেলার দৌলতপুর নতুনপাড়া (আটারদাগ) বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের রেজিস্ট্রেশন না পাওয়ায় চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীসহ স্বেচ্ছাশ্রমে নিয়োজিত শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, যমুনায় ভাঙ্গনকবলিত শাহজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার ১২টি গ্রামের প্রায় ৩ হাজার লোক দৌলতপুর নতুনপাড়ায়

মুন্সীগঞ্জের উত্তর ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের বারান্দাটি এখন সর্বসাধারণের চলাচলের রাস্তা। এ রাস্তায় যখন তখন গবাদিপশুও পারাপার হয় —ইনকিলাব

বসবাস করে আসছে। পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক স্কুলগুলো দূরত্বের কারণে প্রায় ২ বছর পূর্বে স্থানীয় জনগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্তমানে স্কুলটিতে ৪ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী। স্কুলটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন-নিবেদন করেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি।

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) থেকে সংবাদদাতা জানান, ফুলপুর উপজেলার ২১টি ইউনিয়নে সর্বমোট ১৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারী ২০টি, ১২টি অমঞ্জুরীপ্রাপ্ত। সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নানা সমস্যার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয় ভবনগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা, আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা, শিক্ষা উপকরণের অভাব এবং শিক্ষকদের উদাসীনতা ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষকসহ ৫৫টি

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষকদের সংখ্যা অপ্রতুল। অপরদিকে গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলোয় আজ পর্যন্ত সংস্কার হয়নি। সংস্কার না হওয়ার দরুন জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়ে গেছে।

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা জানান, ভৈরব পৌরসভাধীন ফাতেমা রমজান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু পড়ালেখা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে অনেকের অভিযোগ। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে প্রায় ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে মাত্র ৪ জন নিয়মিত শিক্ষক রয়েছেন। সরকারী প্রাথমিক শিক্ষাবিধি অনুযায়ী প্রতি ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে ১ জন করে শিক্ষক থাকার কথা।

নলছিটি (ঝালকাঠী) থেকে সংবাদদাতা জানান, এ উপজেলার ডহড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ। ফলে শিশু ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিনের পুরোনো দালানে ক্লাস চললেও তা পুনঃনির্মাণের অভাবে এখন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। ছাদে ফাটল ধরে প্লাস্টার খসে পড়ছে। এছাড়াও রয়েছে আসবাবপত্রের অভাব।

মহেশপুর (ঝিনাইদহ) থেকে সংবাদদাতা জানান, মহেশপুর উপজেলার মান্দারবাড়ীয়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ২০ বছরেও সরকারীকরণ হয়নি। স্কুলে প্রায় ৩৫০ জন ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করছে। চারজন শিক্ষক এ যাবত বিনাবেতনে শ্রম দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে তাদের উৎসাহেও ভাটা পড়ছে।

কলারোয়া (সাতক্ষীরা) থেকে সংবাদদাতা জানান, উপজেলার ৭৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষকদের অভাব ও স্থান সংকুলানের অভাবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। উপজেলার ৬৭টি সরকারী, ৯টি নিবন্ধনকৃত

১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

তারিখ ... ২২ DEC 19[illegible]
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নানা সমস্যা ঃ শিক্ষা ব্যাহত

৯-এর পৃষ্ঠার পর

ও ২০টি বেসরকারী বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারী বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশতে স্থান সংকুলোন হয় না। আসবাবপত্র যা রয়েছে তা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়াও রয়েছে শিক্ষরে অভাব।

এছাড়া কয়েকটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনেও তা সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। সোনাবাড়ীয়া প্রাইমারী স্কুল ভবন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল মাঠে ক্লাস করছে।

দশমিনা (পটুয়াখালী) থেকে সংবাদদাতা জানান, দশমিনা উপজেলাধীন পূর্ব দশমিনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা ও আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

জানা গেছে, বিদ্যালয়টি ১৯৪৪ সালে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় কাটাখালী গ্রামে স্থাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিদ্যালয়ে পাঁচজন শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে মাত্র তিনজন শিক্ষকের মাধ্যমে ক্লাসসমূহ চালানো হয়। এছাড়াও গত ৫ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য। বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা মাটিতে বসে লেখাপড়া করছে।

চান্দিনা (কুমিল্লা) থেকে সংবাদদাতা জানান, চান্দিনা উপজেলায় রসুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং আসবাবপত্রের অভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। কয়েকশ' ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে লেখা-পড়া করছে। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষকদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিল নেই। শত বছরের পুরোনো এই বিদ্যালয়টির ছাদ চুঁয়ে পানি পড়ে। বিদ্যালয় ভবনটির বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে।

মুরাদনগর (কুমিল্লা) থেকে সংবাদদাতা জানান, মুরাদনগর ও দেবিদ্বার উপজেলার ৩৭টি ইউনিয়নে প্রায় ২৫ হাজার শিশু সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পিতা-মাতার আর্থিক দৈন্যই এর মূল কারণ বলে জানা যায়। এ দু'টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৭৫ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছে বলে উপজেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

বালাগঞ্জ (সিলেট) থেকে সংবাদদাতা জানান, নানা সমস্যার আবর্তে এ উপজেলার ১৪৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে চিন্তামনী, দয়ামীর, বুরুঙ্গা, ফকিরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৮৬ সাল থেকে ব্যবহারের অনুপযোগী ঘোষণা করা হয়েছে। যে কোন সময় এ ভবনগুলো ধসে পড়তে পারে বলে উপজেলা প্রকৌশলী জানিয়েছেন। এছাড়া দরজা-জানালা, ডেস্ক, বেঞ্চ, নড়বড়ে। উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ৫৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য বলে উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে প্রকাশ।

আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা) থেকে সংবাদদাতা জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর-এর সাদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন থেকে নানা সমস্যায় জর্জরিত। বৃটিশ আমলে স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিদের আর্থিক সহযোগিতায় এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে পাকিস্তান আমলে স্কুলটির সংস্কারসহ সরকারীকরণ করা হয়। এরপর দীর্ঘদিন যাবত সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে আছে। শ্রেণীকক্ষের কোন পার্টিশন ওয়াল নাই। বেঞ্চখনাই। বাড়ী থেকে মাদুর এনে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে বসে। ব্যবহারযোগ্য ল্যাট্রিন না থাকায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের নওলামারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন থেকে নানা সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৫০ সালে ৭০ শতক জমির উপর এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫শ'। মাত্র ১ জন শিক্ষক ও ১ জন শিক্ষিকা রয়েছে। আরো ২ জন শিক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন। দেয়াল ও পার্টিশন ওয়াল বিহীন টিনের দোচালা ছাউনি বিশিষ্ট স্কুল ঘরটি ইউনিসেফ কর্তৃক নির্মিত হয়। মেঝে কাঁচা। বসবার কোন বেঞ্চ নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ী থেকে পাটি-মাদুর এনে মেঝেতে বিছিয়ে নেয়। অফিস ঘর নেই। কোন আলমারী ও টেবিলের ব্যবস্থাও নেই।

ঝিনাইগাতী (শেরপুর) থেকে সংবাদদাতা জানান, ঝিনাইগাতী উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো সেই মান্ধাতার আমলের পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি। বিদ্যালয়গুলোতে বিরাজ করছে মারাত্মক ধরনের আভ্যন্তরীণ সমস্যা। শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাবপত্র ও ঘরদোরের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।